তারিখ 12 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিল্প তথ্য ও পরিসংখ্যান সংস্থা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

এরশাদের হাজি দানেশ কৃষি কলেজ উদ্বোধন

বাশেরহাট (দিনাজপুর) ১১ই নবেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট হুসেইন মহুম্মদ এরশাদ বন্যার আগে ও পরে চাষের উপযোগী নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবনের জন্য কৃষি বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের প্রতি পুনরায় আহবান জানিয়েছেন

প্রেসিডেন্ট আজ দিনাজপুর শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে বাশেরহাট হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ উদ্বোধন করছিলেন। তিনি বলেন,

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

DHAKA : SATURDAY November 12, 1988

কৃষি কলেজ উদ্বোধন

(প্রথম পৃঃ পর)

ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধানের কথা উল্লেখ করেন। ১৫ই অক্টোবরের পরে যখন বন্যার পানি নেমে যায় তখনও এই ধান লাগানো যায়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ তার জীবদ্দশায় গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর নামে এই কলেজের নামকরণ করে সরকার ও সমাজ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে এবং তার অবদানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ হচ্ছে দেশের তৃতীয় কৃষি কলেজ। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে বাশেরহাটে ৫০ একর জমির ওপর কলেজটি স্থাপিত হয়েছে। রেকর্ড সময় দেড় বছরে কলেজটি নির্মিত হয়।

গত বছর দিনাজপুরে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে দিনাজপুরে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করা হবে।

কৃষিমন্ত্রী মাহমুদুল হাসান, সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, কৃষি সচিব এম এ সাঈদ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন মন্ডলও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

কলেজটি জয়দেবপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে এবং ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর পাঠ্যক্রম অনুমোদন করবে। কলেজটিতে চার বছরের বিএসসি এজি কোর্স চালু ও ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষে ৬০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। কলেজটি আবাসিক।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দিনাজপুরে কৃষি কলেজ স্থাপন এই অঞ্চলের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে সহায়ক হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, হাজী দানেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলন সহ তার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন তার সরকার জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে এবং গরীব কৃষকদের ভূমিহীন হওয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে, এটা ধনী কৃষক ও মহাজনদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে পারে। এটা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।